করোনা কমলে ১৩ জুন খুলবে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

টিকা দেওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয় এসএসসি ও এইচএসসি সংক্ষিপ্ত সিলেবাসে

নিজস্ব প্রতিবেদক ●

করোনা ভাইরাস সংক্রমণজনিত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলে ১৩ জুন খুলে দেওয়া হবে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক স্তরের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। আর আবাসিক শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও কর্মচারীদের টিকা দেওয়ার পর খোলা হবে বিশ্ববিদ্যালয়। আরও অপেক্ষা করতে হলেও নেওয়া হবে এসএসসি ও এইচএসসি পরীক্ষা। এ বছর স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা হবে সংক্ষিপ্ত সিলেবাসের ভিত্তিতে। গতকাল বুধবার ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে শিক্ষামন্ত্রী দীপু মনি এসব তথ্য জানান।

মন্ত্রী বলেন, করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি আরও কিছু দিন পর্যবেক্ষণ করা হবে। এ জন্য ১২ জুন পর্যন্ত স্কুল-কলেজ বন্ধ থাকছে। এর পর ১৩ জুন থেকে খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। স্কুল-কলেজ খুলে দিতে পারলে ২০২১ সালের এসএসসি-এইচএসসি ব্যাচকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। তারা হয়তো সপ্তাহে ছয় দিন ক্লাসে আসবে। ২০২২ সালের এসএসসি-এইচএসসি পরীক্ষার্থীদের ছুটির দিন ছাড়া বাকি দিনগুলোতে ক্লাসে নিয়ে আসা হবে। অন্যদের সপ্তাহে হয়তো একদিন ক্লাসে আনা হবে।

আগের ঘোষণা অনুযায়ী ২৯ মে পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল। এখন তা আরও বাড়ল। করোনা ভাইরাসের কারণে ১৪ মাস ধরে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। এভাবে টানা বন্ধ রাখার ব্যাখ্যায় মন্ত্রী বলেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান কেন খোলা হচ্ছে না, সবাই এমন প্রশ্ন করছেন। আমাদের একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে– শুধু শিক্ষার্থী নয়, তাদের পরিবারও আছে। তাদের বাসায় অনেক বয়োজ্যেষ্ঠ রয়েছেন, তাদের বিষয়টিও আমাদের মাথায় রাখতে ■ এরপর পৃষ্ঠা ১১, কলাম ৪

ছুটি বাড়ানোর সিদ্ধান্ত প্রত্যাখ্যান ঢাবি শিক্ষার্থীদের ■ পৃষ্ঠা : ১২

করোনা কমলে ১৩ জুন খুলবে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর) হচ্ছে। করোনার চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গঠিত 'জাতীয় টেকনিক্যাল পরামর্শক কমিটি'র পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে জানিয়ে দীপু মনি বলেন, সংক্রমণের হার এখনো ৫ শতাংশের ওপরে। এটি মাথায় রেখে বিজ্ঞানের মধ্যে থেকে সিদ্ধান্ত নিতে হচ্ছে।

সংবাদ সম্মেলনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী জাকির হোসেন বলেন, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে সমন্বয় করে ১৩ জুন থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় খুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আমাদের তৈরি করা স্বাস্থ্যবিধির গাইডলাইন অনুসরণ করে শিক্ষার্থীদের পাঠদান পরিচালনা করা হবে। এসএসসি, এইচএসসি ও জেএসসি

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, এবার পরীক্ষা ছাড়া এসএসসি ও এইচএসসিতে পাস দেওয়ার সুযোগ কম। দেওয়া ঠিকও হবে না। এ বছর সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে ৬০ দিন ক্লাস করিয়ে এসএসসি এবং ৮৪ দিন ক্লাস করিয়ে এইচএসসি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। আগামী বছরও এ দুটি পরীক্ষা হবে সংক্ষিপ্ত পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে। এসএসসির জন্য ১৫০ দিন এবং এইচএসসির জন্য ১৮০ দিনের ক্লাসের পাঠ্যসূচি করা হয়েছে। এ ছাড়া জুন থেকে সপ্তাহে দুটি করে অ্যাসাইনমেন্ট দেওয়া হবে। অন্যদিকে পরিস্থিতি অনুকূলে থাকলে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা নেওয়া হবে। না হলে অ্যাসাইনমেন্টের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করা হবে।

টিকা দিয়ে খুলবে বিশ্ববিদ্যালয়

বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অনলাইনে পরীক্ষা নিতে পারবে বলে জানান শিক্ষামন্ত্রী। তিনি বলেন, স্কুল-কলেজ হয়তো আগেই খুলে দেওয়া যাবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলার বিষয়টি টিকার ওপর খানিকটা নির্ভর করছে। শিক্ষার্থীদের টিকা দেওয়ার তথ্য বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) কাছে চাওয়া হয়েছে। তবে ধরে নেওয়া যায়, যেহেতু শিক্ষার্থীদের বয়স ৪০-এর নিচে, তাই অধিকাংশই হয়তো টিকা নিতে পারেননি। বিকল্প কী করা যায়, সেটি ইউজিসি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সঙ্গে আলোচনা করে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।

শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্য সুরক্ষা

দীপু মনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হচ্ছে– প্রতি জেলায় অন্তত একজন করে মানসিক বিশেষজ্ঞের পদ সৃষ্টি করা। পদ তৈরির কাজটি সময়সাপেক্ষ বলে এ মুহূর্তে আমরা শিক্ষকদের এ বিষয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করেছি। দেশের খ্যাতিমান মানসিক বিশেষজ্ঞদের সহায়তায় প্রশিক্ষণ ম্যানুয়াল প্রস্তুত করে ৫৪০ শিক্ষক/কর্মকর্তার ওপর পাইলটিং করে তা চূড়ান্ত করেছি। এখন ২০০ জন মাস্টার ট্রেইনার তৈরি করছি। এর পর ফেস টু ফেস এবং অনলাইনে আমরা অন্তত দুই লাখ শিক্ষককে এ প্রশিক্ষণের আওতায় নিয়ে আসব।

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, করোনা মোকাবিলার জন্য শিক্ষার্থীদের স্বাস্থ্যের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হচ্ছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে পুষ্টি বিষয়ে প্রায় এক লাখ শিক্ষক/শিক্ষা কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ দিয়েছি। প্রায় ২০ হাজারের বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ওজন মাপার যন্ত্র সরবরাহ করেছি, যাতে শিক্ষকরা শিক্ষার্থীদের বিএমআই (বডি মাস ইনডেক্স) হিসাব করে তাদের স্বাস্থ্য মনিটর করতে পারে। এ ছাড়া ইতোমধ্যে মেয়ে শিক্ষার্থীদের জন্য পাঁচ কোটি আয়রন ফলিক অ্যাসিড সরবরাহ করা হবে।

ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে আরও যুক্ত ছিলেন শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব মাহবুব হোসেন, কারিগরি ও মাদ্রাসা বিভাগের সচিব আমিনুল ইসলাম খান, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা সচিব গোলাম হাসিবুল আলম, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. সৈয়দ মো. গোলাম ফারুক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক আলমগীর মুহাম্মদ মনসুরুল আলম, ইউজিসির সদস্য অধ্যাপক ড. সাজ্জাদুল হাসান, এনসিটিবির চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র সাহা, ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক নেহাল আহমেদ।